দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/RR24004

পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বণ্টনমূলক, অংশগ্রহণমূলক, এবং স্বীকৃতিমূলক উপাদানের ভূমিকা পর্যালোচনা
(Reviewing the Role of Distributive, Participatory, and Recognition Elements for Establishing Environmental Justice)

রিফাত-ই-রুবাইয়া*

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক বিশ্বে 'ন্যায্যতা' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ যাবৎকালে ন্যায্যতা বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, 'পরিবেশগত ন্যায্যতা' একটি মৌলিক অধিকারের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মূলধারার পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সামাজিক চিন্তাবিদসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট এটি উপেক্ষিতই ছিল। ফলশ্রুতিতে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এখনও সমাজে ন্যায্যতা যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে (এমনকি আর্থসামাজিকভাবে উন্নত দেশগুলোতেও) সমাজের সর্বস্তরে পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। অধিক সূক্ষ্ম বিচারে এরূপ ব্যর্থতার মুখ্য কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যায় সমাজে পরিবেশগত ন্যায্যতার তিনটি উপাদান- বণ্টন, অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতিমূলক উপাদান ত্রয়কে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। অভিজ্ঞতামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ন্যায্যতার প্রথম দুইটি উপাদানের নিশ্চিতকরণ সত্ত্বেও পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কেননা সরকার এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহ ন্যায্যতার তৃতীয় উপাদান- স্বীকৃতিমূলক উপাদানকে যথার্থভাবে গুরুত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমি বৈশ্বিক পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ন্যায়পরতার তিনটি উপাদানের প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরব এবং দেখাবো যে,

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পিএইচ ডি গবেষক, University of Sheffield।
ই-মেইলঃ refat.rubaia@gmail.com

ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় এগুলোর সমান গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বীকৃতিমূলক উপাদান এমন একটি উপাদান যার প্রতিষ্ঠা বণ্টন ও অংশগ্রহণমূলক উপাদানের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে। অতএব বৈশ্বিক পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার্থে ন্যায্যতার স্বীকৃতিমূলক উপাদানের প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথম নিশ্চিত করতে হবে।

[**Abstract:** In contemporary society, the concept of 'justice' is applied across various dimensions. Until now, we have observed the application of the term in social, political, and economic contexts. However, it is indisputable that, although widely recognised as a component of fundamental rights, 'Environmental Justice' has been comparatively underappreciated among scholar communities and activists, including mainstream environmentalists, economists, and political and social theorists. Consequently, despite their robust commitment to promoting justice in society, its appropriate attainment remains elusive. In developing nations, as well as in socioeconomically developed countries, justice is not assured across every segment of society. The fundamental cause of the failure to guarantee justice can be attributed to the failure to establish the three fundamental elements of justice—distributive, participatory, and recognition—within society. Observations of real-world instances indicate that, despite the establishment of the two elements of justice—distributive and participatory—justice in society remains unattainable. This results from the government's and policy-making institutions' lack of attention to the third component of justice—justice as recognition. This article will emphasise the significance of establishing the three elements of justice to ensure global environmental justice. I will demonstrate that, notwithstanding their significance in building societal justice, the recognition element is crucial, as its inception facilitates the establishment of distributive and participatory elements of justice. Therefore, I will conclude that justice as recognition must be deemed of paramount importance and ensured first in order to ensure global environmental justice].

ভূমিকা

যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরিবেশগত সমস্যার অসম বণ্টনের শিকার হয়, বৈশ্বিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিত অধিকার প্রাপ্ত হয়, বা পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার কম সুযোগ পায় তখন পরিবেশগত অন্যায্যতার আবির্ভাব ঘটে (Shrader Frechette, ২০০২, পৃ. ৩-৪)। Shrader-Frechette-এর এই বক্তব্য থেকে

এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল অংশে-পরিবেশগত সুবিধা (যেমন: দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশ উপভোগ ইত্যাদি) এবং অসুবিধাসমূহের (যেমন বিষাক্ত ও দূষিত পরিবেশে কাজ করা ইত্যাদি) ন্যায্যবণ্টন এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকেও পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। এতদসত্ত্বেও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটি ১৯৭০-এর আগে মূলধারার পরিবেশ আন্দোলনে একীভূত হতে দেখা যায়নি (Bullard, ২০১৮ অধ্যায় ১)। কেননা এ সময়ের পূর্বে বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক সংস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে মধ্য ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত ছিল যারা প্রায়ই পরিবেশগত সমস্যা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে উপেক্ষা করে সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দূষণ হ্রাসের মতো বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করেছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)। যদিও প্রাথমিকভাবে বুলার্ড পরিবেশগত সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ বণ্টনের উপর জোর দিয়েছেন। পরবর্তীতে পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং স্বীকৃতির মতো অন্যান্য বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক শ্রেণীভেদে ধনী এবং দরিদ্র মানুষের মধ্যে বসবাসের অবস্থার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়: কেউ কেউ দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং মনোরম পরিবেশে থাকার সুযোগ পায়, অন্যরা বিপজ্জনক এবং শোষণমূলক পরিবেশে বসবাস করে। এই বৈপরীত্য অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিতদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্তদের দ্বারা সম্ভাব্য বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। অনেক সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় বৃহত্তর পরিবেশগত নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়, মৌলিক পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়শই তাদের ধনী প্রতিপক্ষের তুলনায় কম অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে দেখা যায়। যদিও এই সমস্যাগুলো উন্নত দেশগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দারিদ্রতা, সীমিত শিক্ষা এবং উত্তরণের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি কারণে এগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তীব্রভাবে স্পষ্ট।

এই নিবন্ধে আমি পরিবেশগত ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমাজে বণ্টনমূলক, অংশগ্রহণমূলক, এবং স্বীকৃতিমূলক উপাদান কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা দেখানোর চেষ্টা করবো এবং এই তিনটির মধ্যে কোনটি অধিকতম গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার বিশ্লেষণ করে উপস্থাপনে প্রয়াসী হবো। আমি এক্ষেত্রে দেখাবো যে, স্বীকৃতিমূলক উপাদান বণ্টনমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক উপাদান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি ন্যায়ের এমন একটি প্রকরণ যা বাকি দুই প্রকারের উপাদান প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবেশগত ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমি পরিবেশগত ন্যায্যতা সম্পর্কিত বিতর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধটি শুরু করবো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা মূলধারার পরিবেশবাদী এবং তৃণমূল পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা উল্লেখ করাটা এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। যদিও সাধারণ শব্দ 'পরিবেশ' নিয়ে মূলধারার পরিবেশবাদ যাত্রা শুরু করে তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনে তাদের লক্ষ্য বেশ ভিন্ন ছিল (Cifuente and Frumkin, ২০০৭, পৃ. ২)। ১৮৯০ থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত মূলধারার পরিবেশবাদ ছিল 'সংরক্ষণ' (বন্যপ্রাণী, জলবায়ু, পারমাণবিক সম্পদ ইত্যাদি) কেন্দ্রিক। মূলধারার পরিবেশবাদীরা (যেমন জন মুইর, হেনরি থোরিও, অ্যালডো লিওপোল্ড প্রমূখ) যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্ণভেদে নিম্ন শ্রেণিভুক্ত মানুষ যে সামাজিক সমস্যাগুলির (যেমন নোংরা পরিবেশে বসবাস এবং দূষিত বায়ুতে নিঃশ্বাস নেওয়া ইত্যাদি) সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। মূলধারার পরিবেশবাদের নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গরা যেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান, ল্যাটিনো, এশিয়ান, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসী এবং নেটিভ-আমেরিকান জনগণ তাদের পরিবেশগত অসুবিধাসমূহের বিরুদ্ধে পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল (Bullard, ১৯৯৩, পৃ. ২৪, ৩০)। মূলধারার পরিবেশবাদের এরূপ সীমাবদ্ধতা থেকে আয় ও বর্ণভেদে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সামাজিক ন্যায়বিচারের মানব-কেন্দ্রিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনের সূচনা করেছিল (Bullard, ১৯৯৩ পৃ. ২২) এবং এই দলগুলিকে তৃণমূল পরিবেশবাদী গোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। Bullard বলেছেন, "এই তৃণমূল গোষ্ঠীগুলি তাদের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কঠোর লড়াই করছে" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে, "ইউনাইটেড চার্চ অফ ক্রাইস্ট কমিশন ফর রেসিয়াল জাস্টিস" প্রথম "ন্যাশনাল পিপল অফ কালার এনভায়রনমেন্টাল লিডারশিপ সামিট" পরিচালনা করে যেখানে অধিকার বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি ১৭ টি নীতি অবলম্বন করে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের মূলনীতি প্রণয়ন করে (এই নীতিগুলির সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন: Dryzek, J. S. এবং Schlosberg, D. (২০০৫, পৃ. ৪২৯-৩০)। এই সামিট অধিকারবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে সমগ্র সামাজ জুড়ে পরিবেশগত সুবিধা এবং অসুবিধার যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত করার সুযোগ দেয়।

পরিবেশগত ন্যায্যতা

পরিবেশগত ন্যায্যতা (Environmental justice) বলতে পরিবেশগত সুবিধা (benefit) এবং বোঝার (burden) সুষ্ঠু বণ্টনকে বোঝায়, যা নিশ্চিত করে যে সকল মানুষ, জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ বা ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে পরিবেশগত ক্ষতি থেকে সমান সুরক্ষা পাবে

এবং নির্মল জলবায়ু এবং দূষণ মুক্ত পরিবেশের মতো সুবিধাগুলিতে সমান অধিকার পাবে। অতএব পরিবেশগত ন্যায়বিচারের মূলনীতি অনুযায়ী সকল ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে একই মাত্রার সুরক্ষা পাবে, সম্প্রদায়সমূহের তাদের স্বাস্থ্য এবং বসবাসের পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের যারা প্রায়শই পরিবেশগত বিপর্যয়ের শিকার হয় তাদের অধিকারকেও নিশ্চিত করা হবে। অতএব স্পষ্টতই পরিবেশগত ন্যাবিচার সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরিবেশগত নীতিমালাকে একত্রিত করে জোর দিয়ে বলে যে পরিবেশগত নীতি এবং অনুশীলনগুলির মাধ্যমে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলি যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা উচিত। মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (Environmental Protection Agency- EPA) পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে:“পরিবেশগত আইন প্রবিধান এবং নীতিগুলির উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-আয় নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায্য অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণই পরিবেশগত ন্যায্যতা” (EPA, 1994)।

পরিবেশগত ন্যায়বিচার একটি ব্যাপক কাঠামো যা মানবাধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে সংযুক্ত করে। এটি পরিবেশগত ক্ষতির অসম বণ্টনের সমালোচনা করে এবং পরিবেশগত নীতিবিধানে ন্যায্যতা, সমঅংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার পক্ষ সমর্থন করে।

পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার এবং স্বীকৃতিমূলক ন্যায়বিচার হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে। ***বন্টনমূলক ন্যায়বিচারের*** ধারণা পরিবেশগত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। কেননা জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু, আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ পরিবেশগত অসুবিধাগুলোর অধিক সম্মুখীন হয়। Alice Kaswan বলেন, “তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াটা সমস্যাযুক্ত তবুও, একটি প্রদত্ত বণ্টনের পিছনের কারণ অনিবার্যভাবে অন্যায়ের মাত্রা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে" (২০২১, পৃ. ৩১)। এখানে তিনি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা হলো, কোনও সম্পদ বিতরণ করার সময় আমরা সমান বণ্টন নিশ্চিত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি সেটা একটি অপরিহার্য প্রভাব হতে পারে। সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহকে সমানভাবে বণ্টন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা দেখি বা মনে করি তা আমরা কীভাবে কোনও সম্পদ ভাগ করি তার মূল কারণ হতে পারে। অনেকেই সমবণ্টনের প্রয়োজনীয়তাকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপলব্ধি বা স্বীকৃতি প্রদান করার কারণে অসম বণ্টন সংঘটিত হতে পারে।

Shrader-Frechette বিশ্বাস করেন যে, পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বন্টনমূলক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত কিন্তু যথেষ্ট নয় (২০০২, পৃ. ২৭)। তিনি Iris Marion Young কর্তৃক প্রদত্ত উদাহরণটি তুলে ধরে বলেন যে, একটি ছোট শহরের বাসিন্দাদের তাদের জমিতে বিষাক্ত পদার্থের ভাগার স্থাপনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধুমাত্র বণ্টনের বিষয় নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং অংশগ্রহণের বিধান নিশ্চিত করার বিষয়ও বটে (২০০২, পৃ. ২৭)। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে *অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারের* মধ্যে রয়েছে সেই বাধাগুলি দূর করা, যা মানুষকে ন্যায়বিচার চাওয়া থেকে বিরত রাখে এবং তাদের জীবনকে সম্মিলিতভাবে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগুলি প্রণয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। অধিকন্তু, *স্বীকৃতি হিসাবে ন্যায়বিচার* হলো তৃতীয় মাত্রা যা পরিবেশগত ন্যায়বিচার বিতর্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Alice Kaswan বলেন, "... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলন বর্ণবাদ, সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাস এবং অসম্মান যা পরিবেশগত সমস্যাগুলির অন্যায্য বণ্টন এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করে- এগুলোর দূরীকরণে জোর দেওয়" (২০২১, পৃ. ৫৯)। তার লেখা থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকৃতিমূলক উপকরণ পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে যা ন্যায়বিচারের বণ্টন এবং অংশগ্রহণমূলক উপাদানকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে, "... যেখানে সমাজে গোষ্ঠীগত পার্থক্য বিদ্যমান এবং কিছু গোষ্ঠী বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্যরা নিপীড়িত হয় তখন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে নিপীড়নকে হ্রাস করার জন্য সেই সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অনন্য পার্থক্যগুলিকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা এবং তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন" (১৯৯০, পৃ. ৩)। আমি মনে করি যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষের পরিবেশগত সুবিধা এবং অসুবিধার ন্যায্য বণ্টন উপভোগ করার এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে অংশগ্রহণমূলক উপাদানের স্বীকৃতি না হওয়া পর্যন্ত সমবণ্টন এবং অংশগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। কেননা অন্যান্য সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং জীবনধারাকে নিকৃষ্ট বলে বিচার করে কেউ তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করার প্রবণতা দেখাবে। যাইহোক, যদি এটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া যায় যে সাংস্কৃতিক, জীবনধারা এবং চিন্তাধারার বৈচিত্র্য একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা, তাহলে এটি কাউকে ন্যায্য বণ্টন এবং সমঅংশগ্রহণের বিধান নিশ্চিতকরণের দিকে চালিত করবে। স্বীকৃতি একটি বিমূর্ত চালিকা শক্তি যা মূর্ত ন্যায্য বণ্টন এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। যদিও গুরুত্বের দিক থেকে এই ন্যায়বিচারের প্রকরণ তিনটির মধ্যে কোনটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে মতামতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং অনেকেই মনে করেন যে, বণ্টনমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং সবশেষে স্বীকৃতিমূলক ন্যায় প্রকরণটি নিশ্চিত করা জরুরি। তথাপি আমি মনে করি যদি স্বীকৃতিমূলক

উপাদানটি প্রথমে আসে তবে এটি আমাদের ন্যায়ের অপর দুটি উপাদানকে প্রতিষ্ঠা করা অধিক সহজতর করবে। একটি ঐতিহাসিক উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজভাবে বোধগম্য করার চেষ্টা করবো:

১৯৮০ এর দশকের শুরুর দিকে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার ওয়ারেন কাউন্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় যা পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলন হিসেবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দেশ জুড়ে অন্যান্য সচেতন সম্প্রদায়গুলিকে জাগিয়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে নর্থ ক্যারোলিনার ওয়ারেন কাউন্টি থেকে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে, তৎকালীন রোনাল্ড রিগান প্রশাসন বিষাক্ত পিসিবি মিশ্রিত মাটি অপসারণের জায়গা হিসেবে ওয়ারেন কাউন্টিকে নির্বাচিত করেছিল। প্রধানত আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যটি ল্যান্ডফিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অনেকগুলি সম্ভাব্য জায়গার মধ্যে একটি ছিল, যা শেষ পর্যন্ত এটি ভাগার নির্মাণের জায়গা হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর পিসিবির মতো একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনা করে ওয়ারেন কাউন্টির সচেতন জনগণ "ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কালারড পিপল" এবং অন্যান্যরা ব্যাপক প্রতিবাদ করেছিল রিগান প্রশাসনের এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদকালে ইউনাইটেড চার্চ অফ ক্রাইস্টের Dr. Benjamin F, Chavis, Jr., এবং কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের তৎকালীন প্রতিনিধি Walter Fauntroy সহ ৫০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও ওয়ারেন কাউন্টি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিবাদ সেই পিসিবি মিশ্রিত মাটির ভাগাড় স্থাপন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়নি তবুও এটি পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনকে একটি জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে।

ওয়ারেন কাউন্টির প্রতিবাদের পর, দরিদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের জনগণকে পরিবেশগত অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সজ্ঘবদ্ধ হতে দেখা গেছে। সম্প্রদায়গুলো যেসকল ক্ষতিকারক পরিবেশগত প্রভাবগুলি প্রতিরোধ করার কার্যকর উপায় উপলব্ধি করেছে তা হলো, পরিবেশগত ন্যায়বিচারের পক্ষে সম্মিলিতভাবে কথা বলা এবং অনুরূপ স্বার্থের অধিকারী এই ধরনের সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলির একটি পৃথক, জাতীয়, বহুসাংস্কৃতিক জোট গড়ে তোলা। তাদের সাধারণ অনুভূতি হয়েছিল যে, এই সম্প্রদায়গুলিকে তাদের বর্ণ ও আয়ভেদে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। তারা সকলেই অনুভব করেছিল যে তাদের জাতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য, তাদের বাসস্থানকে একটি বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য স্তূপীকরণের এলাকা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যায় যে দরিদ্র আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের এই অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া প্রশাসনিক

সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ছিল না। ফলশ্রুতিতে তারা গুরুতর স্বাস্থ্যহানির হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল এবং তাদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারের একটি নীতির প্রয়োজন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এমন প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য সমস্ত অংশীজনকে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দেয়। অসম সুযোগের শিকার ব্যক্তিদের শোষণ, প্রান্তিকতা, শক্তিহীনতা, এবং সহিংসতা ইত্যাদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

উপরে উল্লেখিত এই বাস্তব ঘটনাটি পরিবেশগত অন্যায্যতার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এখানে সামাজিক ন্যায়ের তিনটি উপাদানের (বণ্টনমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বীকৃতিমূলক) সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে।

বন্টনমূলক অন্যায্যতার উদ্ভব

সহজ ভাবে বলতে গেলে তখনই বণ্টনমূলক অন্যায্যতার উদ্ভব ঘটে যখন সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবেশগত অসুবিধাসমূহ অসমভাবে বণ্টন করে। বাস্তব জীবনের অনেক উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। ওয়ারেন কাউন্টিতে পিসিবি দূষিত ল্যান্ডফিল স্থাপনের সিদ্ধান্তটি সেখানের জনগণকে আমেরিকার অন্যান্য সকল কাউন্টিতে বসবাসকারী জনগণের তুলনায় একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ বণ্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে। এরূপ বর্ণবাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের সরাসরি প্রতিবাদমূলক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে "ইউনাইটেড চার্চ অফ ক্রাইস্ট কমিশন ফর রেসিয়াল জাস্টিস" বিষাক্ত রাসায়নিকের অসম বণ্টন বিষয়ে আরো কিছু গবেষণা পরিচালনা করে এবং ১৯৮৭ সালের একটি গবেষণায় আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে, আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিপদজনক রাসায়নিক বর্জ্য অপসারণ করা হয় সেই রাজ্যগুলোতে যেখানে দরিদ্র আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বসবাস করছে (Whyte, পৃ. ১১৬)। শুধুমাত্র আমেরিকায় নয় বরং বৈশ্বিকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই অসম বণ্টনের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন ১৯৯০ সালে পৃথিবীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি অন্যতম ঋণগ্রস্ত গরিব দেশ লাওসে "ন্যাম থিউন-হিনবোন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 210MW ড্যাম" ২৫ টি গ্রামের প্রায় ৬০০০ লোককে বাস্তুচ্যুত করেছিল (Shoemaker, ১৯৯৮)।

এই নিদর্শনগুলির আলোকে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সংস্থা, কর্পোরেশন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি। আমরা সামাজিক

প্রতিষ্ঠানগুলির এই ব্যর্থতাগুলিকে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। এ কারণে বলা যায় যে, কিছু জনগোষ্ঠী তাদের জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদির মতো বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে পরিবেশগত বিপদের অসম ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

অংশগ্রহণমূলক অন্যায্যতার উদ্ভব

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন একটি সমাজের সদস্যদের তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হয় তখন অংশগ্রহণমূলক অন্যায্যতার উদ্ভব ঘটে। ওয়ারেন কাউন্টিতে জনসাধারণের প্রতিবাদের অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে যে, পরিবেশ সংস্থাগুলো জনগণের নিরাপদ পরিবেশ বণ্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। কিন্তু এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পিসিবি ল্যান্ডফিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেখানে বসবাসকারী জনসাধারণের অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেওয়া অথবা না থাকা।

পরিবেশগত অন্যায্যতা সংঘটিত হওয়াটা কেবলমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহের অসম বণ্টনের ফলাফল নয় বরং তার ফলে যে ব্যক্তিদের জীবন প্রভাবিত হচ্ছে তাদের কোন মতামত প্রদানের ব্যবস্থা না থাকারও ফলাফল। পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলোর এরূপ সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতনতা থেকে আমেরিকায় ক্লিনটন প্রশাসন প্রাতিষ্ঠানিক বণ্টন প্রক্রিয়ার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং ১৯৯৪ সালে “এক্সিকিউটিভ অর্ডার ১২৮৯৮” জারি করে যা প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আদিবাসীগোষ্ঠী সহ বর্ণ ও আয়ভেদে নিম্নস্তরের গোষ্ঠী সমূহের উপরে কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তা সচেতনতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলে। এতদসত্ত্বেও পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়নি। কেননা সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলোতে এ সকল সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা ঝুঁকির শিকার গোষ্ঠীগুলোর কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় না। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিষাক্ত বর্জ্য সমূহের নিষ্কাশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বর্ণভেদে কম সুবিধাসম্পন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বা আয়ভেদে নিম্নস্তরের জনগণের কোন উপস্থিতি দেখা যায়নি বরং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা। প্রায় সকল পরিবেশ বিষয়ক সংস্থার নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গরাই ছিল যারা কিনা কৃষ্ণ বর্ণের কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়ে হয় অজ্ঞ না হয় উদাসীন ছিল।

অংশগ্রহণমূলক অন্যায্যতা তখন ঘটে যখন জনগণ তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে কণ্ঠস্বর থাকে না বা স্ব-সংকল্প অনুশীলন করার ক্ষমতা থাকে না। এর পেছনে কোন নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ নির্ধারণ করা যায় না। পরিবেশ

নীতিবিদ্যার পণ্ডিতগণ, বিশেষ করে ক্রিস্টিন শ্রেডার-ফ্রেচেট, এই সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক সমতার গভীরে নৈতিক বিষয়গুলির সাথে যুক্ত বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি এরূপ ন্যায়বিচারকে "অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারের একটি নীতি" হিসাবে উল্লেখ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত নিয়মগুলি নিশ্চিত করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার জন্য সকল লোকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন" (Shrader-Frechette, ২০০২, পৃ. ২৮)। যখন এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত নিয়মগুলি পরিবেশ সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুপস্থিত থাকে তখন পরিবেশগত অন্যায্যতার উন্মেষ ঘটে।

স্বীকৃতিমূলক অন্যায্যতার উদ্ভব

পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বণ্টনমূলক ন্যায় নিশ্চিত করার পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতন পদক্ষেপ নিতে যে প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা হলো Environmental Protection Agency (EPA). উক্ত প্রতিষ্ঠান কিছু কমিটি তৈরি করেছে যা কিনা কেবলমাত্র পরিবেশগতভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপে পরিচালিত পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলি আরও বেশি উপজাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ করার চেষ্টা করেছে। অতএব বলা যায় আমেরিকা যে বণ্টনমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন সেটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তারপরও সমাজের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর কারণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে সামাজিক ন্যায়ের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণটিকে বিবেচনায় নেওয়া যায় যেটি হল স্বীকৃতিমূলক উপাদান। সামাজিক ন্যায়বিচারের এই প্রকরণটি বাকি দুটো প্রকরণ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্বীকৃতিমূলক ন্যায্যতা হলো এমন একটি উপাদান যেটি কোন একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তাদের বর্ণ, আয়, সংস্কৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে একটি নিরাপদ এবং সুন্দর জীবনের দাবি রাখে বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে ন্যায্যতার এই তৃতীয় প্রকরণটি অনেকটা বিমুর্ত একটি শক্তি এবং সচেতনতা তৈরীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শক্তির সুনিশ্চিতকরণ সম্ভব। এই অন্যায্যতা তখনই ঘটে যখন আমরা অপরের সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে একটি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য হিসেবে সম্মান করতে অথবা গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই।

ভিন্নতাটা হতে পারে সাংস্কৃতিক অথবা ভাষাগত কিংবা জীবিকা নির্বাহের প্রকৃতি বিষয়ক এমনকি খাদ্যাভ্যাসজনিত ইত্যাদি। একজন ব্যক্তির যদি তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া বা ভাষাগত কৌশল ইত্যাদির বাইরে অপর কোন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া বা ভাষাগত কৌশলের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে থাকে তবে সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করবে

যা ওই পৃথক সংস্কৃতি ও ভাষা ইত্যাদির অধিকারী ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। আমেরিকার কেটেলমেন শহরে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ফরাসি ভাষার ব্যবহার সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ইংরেজি ভাষার সামনে নিছক অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়। ইংরেজি ভাষা কেন সর্বস্তরে ব্যবহার করতে হবে তার কোন যৌক্তিক কারণ না থাকা সত্ত্বেও ওই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষাকে অবদমন করা হয় যা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বৃহত্তর ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল (Whyte, পৃ. ১১৯)। এটা মূলত হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভাষাগত ভিন্নতাকে সম্মান করতে না পারার কারণে।

এছাড়াও উল্লেখ করা যায় আমেরিকা এবং কানাডার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত গ্রেট লেক অঞ্চলে সংঘটিত পরিবেশগত অন্যায্যতা সম্পর্কে যেটি পরিবেশবিদদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। ১২০০০ উপজাতীয় সদস্যসহ আকওয়েসনের মোহাওক জাতি সেখানে বসবাস করে যে এলাকাটিতে আমেরিকা এবং কানাডা দুই দেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করছে। সেন্ট রেজিস ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন (ইউএস অংশ) এবং আকওয়েসনে মোহাওক রিজার্ভ (কানাডিয়ান অংশ) উভয়ই আমেরিকা এবং কানাডা দুই দেশেরই সবচেয়ে দূষিত এলাকাগুলির মধ্যে একটি। দূষণের কারণ হল, ২০ শতাব্দীতে সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে শিল্প কারখানা স্থাপন করে মার্কিন কর্পোরেশন, যেমন General Motors (GM), The Aluminium Company of America (ALCOA), এবং Reynolds Metals পলিক্লোরিনযুক্ত বাইফেনাইল (PCBs), ডাইবেনজোফুরান্স, ডাইঅক্সিন, পলিয়ারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, ফ্লোরাইড, সায়ানাইড, অ্যালুমিনিয়াম, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম এবং স্টাইরিনের মতো বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করে (Arquette et al. ২০০২)। দূষণ মোহাওকদের মৎস্য চাষকে ধ্বংস করেছে, মায়ের দুধে বিষাক্ত পদার্থ তৈরির মতো সমস্যা তৈরি করেছে। মাছ ধরার মতো দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন বিলুপ্ত হবার বিরুপ সাংস্কৃতিক প্রভাবও রয়েছে। মার্কিন এবং কানাডিয়ান সরকার এবং অ-আদিবাসী বিজ্ঞানীরা প্রায়শই মোহাওকদের এসব বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ এড়াতে তাদের ঐতিহ্যগত অনুশীলনগুলি বন্ধ করতে পরামর্শ প্রদান করে। এতে করে আকওয়েসন সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুতর প্রতিকূল স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। কেননা তারা তাদের স্বাস্থ্যকে বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য ঐতিহ্যগত জীবিকা নির্বাহের প্রক্রিয়া তথা মৎস্য শিকার ও অন্যান্য ব্যবস্থাগুলোকে বন্ধ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে তারা মাছের মতো ঐতিহ্যবাহী খাবার খাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যেগুলিতে চর্বি এবং ক্যালোরির পরিমাণ বেশি এবং ভিটামিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কম যা সুস্বাস্থ্যের জন্য কাম্য নয়। এখানে পরিবেশগত অবিচারের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যায় মার্কিন এবং কানাডিয়ান সরকারের মোহাওক জাতির জীবিকা

নির্বাহের প্রক্রিয়া এবং খাদ্যাভ্যাস এর ভিন্নতাকে স্বীকৃতি প্রদান বা সম্মান করতে না পারার ব্যর্থতা।

আরো তুলে ধরা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ার "উলু উ-কাতা তজু" জাতীয় উদ্যানের পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রটি। এই উদ্যানটির আইনিভাবে স্বীকৃত মালিক হল আঙ্গু অধিবাসীগণ যারা অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সাথে যৌথভাবে একটি পর্যটন স্থান হিসাবে এলাকাটি পরিচালনা করে। এই উদ্যানটির একটি প্রধান আকর্ষণ হল "উলু ইউ" বিশ্ব বিখ্যাত একটি শিলাখণ্ড। আঙ্গু অধিবাসীদের জন্য শিলাটির ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে বিধায় পর্যটকদের জন্য তারা শিলাখণ্ডটি আরোহণের বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবুও, অ-আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান এবং দর্শনার্থীরা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এবং ব্যাপকভাবে শিলাখণ্ডটিতে আরোহণে অভ্যস্ত হয় (Figueroa and Waitt, ২০০৮)। এখানে এরূপ সমস্যার কারণ হিসেবে মূলত অপরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান বা সম্মান করতে ব্যর্থতাকেই তুলে ধরা যায়।

স্বীকৃতিমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

উপরোক্ত উদাহরণ তিনটিতে মূলতঃ ভাষাগত, পেশাগত ও খাদ্যাভ্যাসগত এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসগত ভিন্নতাকে উপেক্ষা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলো ও তাদের নীতি নির্ধারকেরা যথাক্রমে আমেরিকার কেটেলমেন শহরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর, মার্কিন-কানাডিয়ান সীমান্তের আকওয়েসনের মোহাওক জাতির এবং অস্ট্রেলিয়ার আঙ্গু আদিবাসীদের পরিবেশগত সুবিধার সুষম বণ্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো প্রত্যাশা প্রতিফলিত বা বাস্তবায়িত করার যথাযথ গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারেনি। যদি তারা এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পারতো যে, তাদের ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলা ব্যক্তিরা, ভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ব্যক্তিরা, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস অনুশীলন করা ব্যক্তিরা এবং ভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ধারণকারী ব্যক্তিরাও সম্মানের দাবিদার এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার যোগ্যতা তাদেরও রয়েছে; তাহলে তারা এটাও অনুধাবন করতে পারতো যে ভিন্নতা অবলম্বনকারী সেই ব্যক্তিরাও সম্পদের সমবণ্টনের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নকারীগণ অবশ্যই বণ্টনমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অপরিহার্যতা অনুভব করত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভিন্নতার স্বীকৃতি যা কিনা স্বীকৃতিমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তা বণ্টনমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায় তথা সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা ও ত্বরান্বিত করে। বিপরীতক্রমে যদি কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে তাদের অনুশীলিত জীবনাচরণ যেমনঃ ভাষাগত, খাদ্যাভ্যাসগত ইত্যাদি থেকে ভিন্নতা

অনুশীলনকারী ব্যক্তিরা সম্মানের দাবিদার নয় তাহলে সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উক্ত ভিন্নতার অনুশীলনকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সম্পদের সমান বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দাবিদার হিসেবে গণ্য করবে না। ফলশ্রুতিতে, বণ্টনমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সামাজিক ন্যায়বিচারের বিমূর্ত ধারা তথা স্বীকৃতির নিশ্চিতকরণ ন্যায্যতার অপর দুইটি মুর্ত প্রকরণ অর্থাৎ বণ্টন ও অংশগ্রহণকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বীকৃতিমূলক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

প্রকৃত ন্যায়বিচার কেবল সম্পদের পুনর্বণ্টন নয়, বরং মানুষের পরিচয়, মর্যাদা এবং মূল্যের স্বীকৃতির সাথেও সংশ্লিষ্ট। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বস্তুগতভাবে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না বরং সাংস্কৃতিকভাবে পৃথকীকরণ এবং জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টিও ঘটে। বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী প্রায়শই দূষণপ্রবণ শহুরে বস্তি (যেমন ট্যানারি বা বর্জ্যস্থানের কাছাকাছি), জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামীণ এলাকা (যেমন বন্যাপ্রবণ চর বা ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত উপকূল) এবং অনানুষ্ঠানিক শিল্পখাত (যেমন জাহাজ ভাঙ্গার ইয়ার্ড, ইটভাটা) ইত্যাদি এলাকার কাছাকাছি বসবাস করে। এই গোষ্ঠিগুলি পরিবেশগত অবক্ষয়ের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়। কিন্তু পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্ন আয়ের এই সকল জনগোষ্ঠীকে বৈধ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অংশীদার হিসেবেও স্বীকৃতি দিতে হবে যা বাংলাদেশের পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

অধিকাংশ নীতি নির্ধারণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় ধরে নেওয়া হয় যে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত না করেই *পরিচালিত* করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি স্বীকৃতিভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা উচিত যা হবে: পরিকল্পনা এবং প্রয়োগে দরিদ্রদের পূর্ণ নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের কেবলমাত্র পরিবেশগত ক্ষতিপূরণের নিষ্ক্রিয় প্রাপক হিসেবে না দেখা। পরিবেশগত নীতি নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিবেশগত অবিচারের প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপঃ ঢাকার হাজারীবাগে স্থাপিত ট্যানারিগুলির আশেপাশে বিষাক্ত বর্জ্যের নিকটবর্তী বসবাসকারী নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং ট্যানারিতে কাজ করা শ্রমিকদের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ট্যানারির বর্জ্য নিষ্কাশন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের সময় তাদের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে তাদের মানুষ হিসেবে সম্মান প্রাপ্য তার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। এরূপ অস্বীকৃতিমূলক আচরণের মাধ্যমে দরিদ্র

জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত জীবন বিপন্নকারী অসুখের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে যা পরিবেশগত অন্যায্যতারই একটি বড় উদাহরণ। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক এবং প্রচারমূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Human Rights Watch এর Environment and Human Rights বিভাগের প্রধান Richard Pearshouse বলেন,

> Hazaribagh's tanneries flood the environment with harmful chemicals while the government takes a hands-off approach, local residents fall sick and workers suffer daily from their exposure to harmful tannery chemicals (Retried from https://www.hrw.org/news/2012/10/08/bangladesh-tanneries-harm-workers-poison-communities on 17 May 2025)."

Human Rights Watch এর এই প্রতিবেদন থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জনগোষ্ঠী তথা নিম্ন আয়ের শ্রমিক ও নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তিকে উপেক্ষা করা হয় তথাপি স্বীকৃতিমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয় না।

বাংলাদেশ দরিদ্র আয়ের মানুষের জন্য পরিবেশগত ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরিষ্কার-পরিচন্ছন্নতা প্রকল্প বা সাহায্যের চেয়েও বেশি প্রয়োজন- এজন্য তাদের মানবতা, কর্তৃত্ব এবং নৈতিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, পরিবেশগত নীতিগুলিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা এবং বস্তুগত ও নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য স্বীকৃতি হিসেবে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

উপসংহার

প্রবন্ধটিতে আমি যা বলতে চেয়েছি তা যদি সঠিক হয় তবে একটি রাষ্ট্রে স্বীকৃতিমূলক ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠায় কম গুরুত্ব আরোপই পরিবেশগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সমাজের সকল স্তরে পরিবেশগত ন্যায্যতা সফলভাবে প্রতিষ্ঠার্থে সর্বপ্রথমে ন্যায্যতার তৃতীয় উপদান বলে স্বীকৃত- স্বীকৃতিমূলক ন্যায্যতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব সহকারে নিশ্চিত করতে হবে। এবং এরূপ নিশ্চয়তার মাধ্যমে সহজেই ন্যায্যতার অবশিষ্ট দুটি উপাদান- বণ্টনমূলক ও অংশগ্রহণমূলক উপাদান প্রতিষ্ঠিত হবে যা পরিবেশগত ন্যায্যতাকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সরকার, সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ এবং সর্বোপরি জনগণকে ভিন্ন শ্রেণী-পেশা- সংস্কৃতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকারকে নিশ্চিত করার প্রয়াসে কাজ করতে হবে যেটি ভবিষ্যত সমাজকে টেকসই ও ন্যায্য হতে সহায়তা করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Arquette, M., Cole, M., Cook, K., LaFrance, B., Peters, M., Ransom, J., Sargent, E., Smoke, V., & Stairs, A. (2002). Holistic Risk- Based Environmental Decision-making: A Native Perspective. *Environmental Health Perspectives*. *110*(2).

Bullard, R. D. (1993). Anatomy of environmental racism and the environmental justice movement. *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots*. *15*.

Bullard, R. D. (2018). *Dumping in Dixie: race, class, and environmental quality* (3rd ed.). Routledge.

Cifuentes, E. and Frumkin, H. (2007) Environmental injustice: case studies from the South. *Environmental research letters*. *2*(4). doi: 10.1088/1748-9326/2/4/045034.

Cole, L. W. (2000). *From the Ground Up: Environmental Racism and the Rise of the Environmental Justice Movement*. New York University Press.

Coolsaet, B. (2021). *Environmental justice: key issues* (1st ed.). Routledge.

Figueroa, R.M. and G. Waitt (2008). Cracks in the Mirror: (Un)covering the Moral Terrains of Environmental Justice at Uluru-Kata Tjuta National Park. *Ethics, Place and Environment*. *11*(3).

Fleischacker, S. (2004). *A short history of distributive justice [electronic resource]*. Harvard University Press.

Hinman, L. M. (2012). *Ethics: A pluralistic approach to moral theory*. Cengage Learning.

McGurty, E. M. (1997). From NIMBY to Civil Rights: The Origins of the Environmental Justice Movement. *Environmental history*. *2*(3). doi: 10.2307/3985352.

MOHAI, P., PELLOW, D. and Timmons Roberts, J. (2009). Environmental Justice. *Annual review of environment and resources*. *34*(1). doi: 10.1146/annurev-environ-082508-094348.

Pastor, M., Sadd, J. and Hipp, J. (2001). Which Came First? Toxic Facilities, Minority Move-In, and Environmental Justice. *Journal of urban affairs*. *23*(1). doi: 10.1111/0735-2166.00072.

Purdy, J. (2018). The Long Environmental Justice Movement. *Ecology Law Quarterly*, *44*(4). https://www.jstor.org/stable/26568781

Rawls, J. (2005). *A theory of justice* (Original ed.). Harvard University Press.

Roberts, J. D., Dickinson, K. L., Hendricks, M. D. and Jennings, V. (2022). "I Can't Breathe": Examining the Legacy of American Racism on Determinants of Health and the Ongoing Pursuit of Environmental Justice. *Current environmental health reports*. *9*(2). doi: 10.1007/s40572-022-00343-x.

Sandler, R. D. and Pezzullo, P. C. (2007). *Environmental justice and environmentalism: the social justice challenge to the environmental movement*. MIT Press.

Shoemaker, B. (1998). *Trouble on the Theun-Hinboun: A Field Report on the Socio-Economic and Environmental Effects of the Nam Theun-Hinboun Hydropower Project in Laos.* International Rivers Network.

Velasquez, M. G. (2018). *Business ethics: concepts and cases* (8^{th} ed.). Pearson.

Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.